টু দ্যা ভিক্টর

বন্ধু জর্জের সঙ্গে আমি প্রায়ই দেখা করি। প্রতিবার-ই তাকে আমি তার পোষা ছোট্ট ভূতটির ব্যাপারে প্রশ্ন করে থাকি। সে-ও প্রতিবারই কিছু না কিছু বলে।

সেদিন সে বলল, 'এক টাকমাথা বুড়ো সায়েন্স ফিকশন লেখক বলেছে, যে কোনো প্রযুক্তি যা কি না দৈনন্দিন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক অগ্রসর তাকেই লোকেরা জাদু বলে ধরে নেয়। সে রকম ভাবেই, আমার ছোট্ট ভূত অ্যাজাজেলও আসলে কোনো জাদু নয়, সে একদম খাঁটি একটা ভূত। সে মাত্র সেন্টিমিটার লম্বা হলেও অনেক আশ্চর্য কাজ করতে পারে। তুমি তার ব্যাপারে জানলে কিভাবে?'

বললাম, 'তেমার কাছে ওর গল্প শুনে।'

অবিশ্বাসের ভঙ্গি করে সে বলল, 'আমি কখনো অ্যাজাজেলের গল্প করি না।'

বললাম, 'শুধু তখন ছাড়া যখন কথা বল তা আজকাল সে কেমন আছে?'

গলে গেল জর্জ। কথা বলার সুযোগ পেলেই হল, সে শুরু করল তার গল্প, 'থিওফিলাস বলে আমার এক বন্ধু ছিল, তাকে তুমি চিনবে না, কারণ সে খুব ওপর মহলে চলাফেরা করত। মেয়েদের সে খুবই পছন্দ করত। সে দেখতেও খারাপ ছিল না। কিন্তু মেয়েরা কোনো কারণে তাকে পাত্তা দিত না। এ নিয়ে তার খুব দুঃখ ছিল, একদিন সে আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করে বসল, বললাম, এটুকু নিশ্চয়তা তাকে দিতে পারি যে তার নাক, কান, চোখ, মুখ সবই জায়গামতো এবং নির্দিষ্ট সংখ্যায় আছে।

মেয়েরা কেন তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না এ ব্যাপারে যে দুঃখ প্রকাশ করল, আমার মন-ও তার প্রতি দুঃখে ভরে গেল। সে রাতেই আমি

www.banglainternet.com

অ্যাজাজেলের সাথে আলাপ করলাম। প্রথমে তাকে বললাম একটি হীরা এনে দিতে, সে জানালো, এই মুহূর্তেই এক টুকরো কয়লার পারমাণবিক গঠন বদলে হীরা করে দিতে পারে, কিন্তু জর্জের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ সৃষ্টি সে কেমন করে করবে ? ঠিক-ই তো, হীরার পরিকল্পনা বাদ দিলাম, তখন অ্যাজাজেল নিজেই একটি উপায় বের করল, তা হল, জর্জের চোখের রেটিনায় সে এমন ব্যবস্থা করে দেবে যার ফলে, কোনো মেয়ে তার চোখের দিকে তাকালে সেখানে বিশেষ একটি নির্যাস নির্গত হবে এবং তার হালকা অথচ মধুর সৌরভ এবং সম্মোহনী গন্ধে মেয়েটি হাসতে এবং তার কাছে আসতে বাধ্য হবে। এবং তারপর আনুষঙ্গিক ঘটনা নিশ্চয় এমনি থেকেই ঘটবে।

আমি তাকে তা-ই করতে বললাম।

কয়েকদিন পর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। পার্শ্ববর্তী একটা ক্যাফেতে মেয়েদের একটা জটলা দেখলাম, যুবতী সুন্দরী মেয়েরা জড়ো হয়ে কিছু একটা ঘিরে রেখেছে। মেয়েদের দিকে দেখতে গিয়েই ভেতরে চোখ পড়ল এবং আমি অবাক হয়ে গেলাম। জর্জ বসে আছে, জর্জকে ঘিরেই সব মেয়ে জটলা করছে। কিন্তু, জর্জের চোখে একটা বাঁচার আকুতি ছিল। সে যেন পালাতে চাইছে। ব্যাপারটা কী দেখার উদ্দেশে মেয়েদের হঠাৎ ঠেলা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম, জর্জ বলল তাকে এখনই এখান থেকে নিয়ে যেতে। তবে খুব সাবধানে, যেন এরা টের না পায়। তাহলে যেতে দেবে না। প্রাকৃতিক ছোট কাজ সারার অজুহাত সৃষ্টি করে জর্জকে ছেলেদের টয়লেটটা দেখিয়ে দেওয়ার অভিনয় করে তাকে হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে আসলাম। এবং, ক্যাফের পেছনের দরজা দিয়ে ভাগলাম দু'জনে। মেয়েগুলো সন্দেহ করেনি, খালি একটা লম্বা চওড়া, পেশিবহুল, মোটা ভুরুওয়ালি মেয়ে সন্দেহ করল।

সে পেছনের দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করে এল এবং যখন আমরা ট্যাক্সি করে পালাচ্ছি তখন সে মেয়েটির দুইটি ব্লক পর্যন্ত ট্যাক্সির পেছনে পেছনে দৌড়ে আসল।

যা হোক এক সময় আমরা তার বাসায় পৌঁছলাম। এরপর সে আমাকে জানাল যে, যে মেয়েই তাকে দেখছে, কোনো না কোনো ছুতায় তার কাছে এসে গল্প জুড়ে দিচ্ছে। সে যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট মেয়ের দিকে তাকায় বা বেশি কথা বলে তবে অন্যরা মিলে ওই মেয়েটিকে প্রায় মারতে শুরু করে দেয়। ফলে, কোনো মেয়ের দিকেই সে বেশি নজর দিতে পারছে

www.banglainternet.com

না। এটা তার জন্য মহা-সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি বুদ্ধি দিলাম, 'তুমি এলিমিনেশন টুর্নামেন্ট করো না কেন ? সবাইকে লাইন ধরে দাঁড়াতে বলবে এবং পালাক্রমে সবার ঠোঁটে চুমু খাবে। যারটা সবচেয়ে ভালো লাগবে তাকেই বাছাই করবে, অন্যরা ব্যাপারটা মেনে নিতে বাধ্য।

বুদ্ধিটা পছন্দ হল জর্জের এবং সে বসে বসেই দু'ঠোঁট সরু করে শূন্যে চুমু খাওয়ার প্র্যাকটিস করতে লাগল।

এর পর একমাস ব্যবসার কাজে আমাকে শহরের বাইরে থাকতে হল। ফিরে আসার পর সুপার মার্কেটে তার সাথে আমার হঠাৎ দেখা, দেখলাম সে জিনিস পত্র ভর্তি বাজারের ট্রলিটা ঠেলছে এবং খুব উৎকণ্ঠিতভাবে আশপাশে তাকাচ্ছে। আমাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠলেও পরক্ষণেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'ঈশরকে ধন্যবাদ–আমি তো ভয়-ই পেয়ে গিয়েছিলাম যে, কোনো মেয়ে নাকি ?'

আমি বললাম, 'এখনো সেই সমস্যা ? আমার কথা মতো নিশ্চয়ই এলিমিনেশন টুর্নামেন্ট করোনি ?'

সে জানাল যে সে ওই ব্যবস্থা করেছিল এবং তা করেই আরো বিপদে পড়েছে। সে রীতিমত ফর্ম ছাপিয়ে দিয়েছিল, যে যে মেয়েরা আগ্রহী তারা যেন এই ফর্ম পূরণ করে। এর কিছুদিন পরই মোটামুটি সাত ফুট লম্বা দৈত্যাকার এক ভয়ানক লোক এসে তাকে শাসিয়ে যায় যে, সে যদি ওই লোকের ছোট বোনকে যাচাই না করে তবে ভালো হবে না, বোনের কষ্ট ওই লোক ও তার ভাইয়েরা যারা লম্বায় সাড়ে আটফুট, কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। ফলে, তখন জর্জেরও সমূহবিপদ দেখা দিবে। বোনটির ছবিও লোকটি জর্জকে দিয়ে যায়। অবশেষে বাছাই পর্বে ওই মেয়েটিকেই নিতে বাধ্য হয় জর্জ। যখন এই কথাগুলো বলছে ঠিক সেই মুহূর্তে একটি অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী মেয়ে ওই সুপার মার্কেটে ঢুকল এবং জর্জের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল, মেয়েটি কেমন যেন মোহিতের মতো মিষ্টি হেসে বলল, 'আচ্ছা আপনার সাথে নিশ্চয় আমার টার্কিশন বাথ-এ দেখা হয়েছিল।'

জর্জ কিছু বলার আগেই তার পেছনে এসে দাঁড়াল তার বাগদত্তা মেয়েটি, কিছুদিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে, হাঁয় হায়, এটাতো সেই পেশিবহুল, মোটা ভুরুওয়ালি মেয়েটা। সর্বনাশ, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে বকা-ঝকা করতে লাগল মেয়েটা, প্রায় মারতে যাবে এমন সময় ওই দুই মহিলার মাঝে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম, 'এই

www.banglainternet.com

মহিলাটি আমার আত্মীয়, ম্যাডাম। সে আমার দিকেই আসছিল। মাঝপথে আপনার হবু স্বামীর মুখোমুখি হয়ে যাওয়াটা কাকতালীয় মাত্র।'

তখনো সন্দেহ কাটেনি ওই ভয়ানক মেয়ের। বলল, 'তাহলে আপনারা এক সাথে ঘুরতে যাচ্ছেন না কেন? আমি দেখি।'

বাক্য ব্যয় না করে ভয়ে ছোট হয়ে যাওয়া সুন্দরী মেয়েটির হাত ধরে বের হয়ে আসলাম তাড়াতাড়ি।

মেয়েটি আমাকে বলল, 'ওহ, স্যার, আপনি অত্যন্ত সাহসী ও উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন। আপনি সময় মতো এসে না পড়লে আমি অবশ্যই ওই মহিলার দ্বারা খামচি ও আঘাতের সম্মুখীন হতাম।'

'সেটা কতই না লজ্জাজনক হতো,' আমি বীরত্বের ভাব নিয়ে বললাম, 'আপনার মতো সৌন্দর্যপূর্ণ দেহ অবশ্যই এ জাতীয় আঘাতের জন্য তৈরি হয়নি, তা, আপনি টার্কিশ বাথ-এর কথা বলছিলেন না? চলুন একটা খুঁজে বের করি, আমার এ্যাপার্টমেন্টে একটি বাথ আছে—সেটা অবশ্যই আমেরিকান বাথ। কার্যত দুটোই এক।'

মনে মনে বললাম—হাজার হোক, বিজয়ীরা-ই অবশেষে ভোগ করে।

অনুবাদ : শাহরীয়ার শরীফ

www.banglainternet.com